মাঠ জরীপ বিশ্লেষণ
ও
চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

নভেম্বর ৪—৭, ১৯৮৯
পটুয়াখালী

প্রথম দিন ঃ ৪–১১–৮৯

প্রথমঅধিবেশনঃ ১০ঃ৩০ টা থেকে ১১ঃ৩০ টা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ

প্রধান অতিথি ঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
বিশেষ অতিথি ঃ মিঃ আর, এন, রায়, (এফ, এ. ও/বি,ও,বি,পি) এবং রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ

উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে ছিলেনঃ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পটুয়াখালী, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পটুয়াখালীঃ কৃষি অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ও পটুয়াখালী-বরগুনা জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে আরও ছিলেন বি, ও, বি, পি/এফ, এ, ও, ঢাকা প্রতিনিধি জনাব আবুল কাশেম এবং প্রশিক্ষণ দলের দলনেতা জনাব শহীদ হোসেন তালুকদার ও জনাব এম বারী চৌধুরী।
এই কর্মশালায় পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১১টি উপজেলা থেকে আগত ২১ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ স্থানীয় দুটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার (কোডেক, এস, সি, আই) প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তাগণ মৎস্য সম্প্রসারণের গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন এবং বর্তমান প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী জেলার মৎস্য কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম। কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিটে।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ ১২ঃ৩০ টা–১টা

কর্মশালার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও নিয়মাবলী ঃ

প্রশিক্ষক দল ও বি, ও, বি, পি, প্রতিনিধিবর্গ সর্বপ্রথমে এই কর্মশালার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন যা নিম্নরূপঃ

ক. গত তিন মাস-ব্যাপী মাঠ-পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ উপজেলার জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য যে জরীপ সম্পন্ন করেন তা উপস্থাপন, মতামত বিনিময় ও সমন্বিত করণ
খ. দলীয় ফিড্-ব্যক-এর মাধ্যমে প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও চূড়ান্তকরণ

উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ ২ টা – ৪ঃ৩০ টা

প্রতিবেদন উপস্থাপন কৌশল ঃ

উপস্থাপন কৌশল নিয়ে গভীর আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্তসমূহঃ

ক. উপজেলা রেপিড এপ্রাইজাল রিপোর্টের সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও উপস্থাপন
খ. প্রতিটি উপজেলার রেপিড এপ্রাইজাল রিপোর্ট চারটি পোষ্টারে প্রণয়ন করতে হবে
গ. সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য প্রতিটি উপজেলাকে ২০ মিনিট সময় দেয়া হবে এবং পরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও দলীয় পর্যালোচনার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়

অতঃপর বি, ও, বি, পি, প্রতিনিধি জনাব রথীন রায় নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রদান করেনঃ

ক. সবচেয়ে ভাল উপস্থাপনা যে উপজেলা করতে পারবে তাদেরকে ১টি পুরস্কার দেওয়া হবে
খ. অংশগ্রহণকারীগণ শূন্য থেকে দশ এর মান নির্ণায়কের স্কেলে রিপোর্ট উপস্থাপনার যথার্থতা যাচাই করবেন। তাদের যাচাইয়ের প্রেক্ষিতেই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থাপনার যথার্থতা যাচাইয়েরর জন্য নিম্নলিখিত নির্ণায়কসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন করেনঃ
নির্ণায়কসমূহঃ

- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
- সমস্যার গভীরতা ও কারণ বিশ্লেষণ
- সমাধানের দিক নির্দেশনা
- আকর্ষণীয় উপস্থাপনা কৌশল ও
- সময়জ্ঞান

অতঃপর প্রশিক্ষক দল প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ (Executive Summary) বলতে কি বুঝায়, কেন করা হয় ও কিভাবে করতে হয়-তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন।
প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত কাঠামো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ
যথাঃ

ক. অবস্থা বিশ্লেষণ
খ. সমস্যা বিশ্লেষণ
গ. সমাধান বিশ্লেষণ
ঘ. উপসংহার

প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ প্রণয়নের জন্য অংশগ্রহণকারীগণকে পরবর্তী বৈকালিক অধিবেশন ও রাতে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। পরিশেষে অংশগ্রহণকারীগণ ও প্রশিক্ষক দলের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি মনোনয়ন করার কথা বলা হয়। এই কমিটি বিভিন্ন উপজেলার রেপিড এপ্রাইজাল রিপোর্ট যাচাই করবেন এবং সবচেয়ে ভাল রিপোর্ট প্রণয়নকারী উপজেলাকে পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনীত করবেন। বি,ও,বি, পি, এই পুরস্কার প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় দিন ঃ ৫-১১-৮৯

প্রথম অধিবেশন ঃ সকাল ৮ঃ৩০টা-১১টা

জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর উপজেলা জরীপ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ(Exccutive Summary) উপস্থাপনাঃ
উক্ত অধিবেশনে লটারীর মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ একে একে উপস্থাপন করেন।

উপজেলাসমূহঃ		
	মির্জাগঞ্জ উপজেলা	পটুয়াখালী
	আমতলী উপজেলা	বরগুনা
	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী

উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের উপর উপস্থাপকের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন। প্রশ্নোত্তর শেষে দলীয় ফিডব্যাক-প্রদান করা হয়।
উপস্থাপক তা লিখে নেন এবং পরবর্তীতে সেভাবে সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের মানোন্নয়ন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ ১১ঃ৩০ টা- দুপুর ১ টা

এই অধিবেশনে নিম্নবর্ণিত উপজেলাসমূহ প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

উপজেলাসমূহঃ		
	পাথরঘাটা	বরগুনা
	গলাচিপা	পটুয়াখালী

উপস্থাপনা শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দলীয় ফিড-ব্যাক প্রদান করা হয়। উপস্থাপক পরবর্তীতে প্রাপ্ত ফিড-ব্যাক এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের মানোন্নয়ন করেন।

তৃতীয় অধিবেশনঃ দুপুর ২ঃ৩০ টা- ৪ঃ৩০ টা

নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ বৈকালিক অধিবেশনে উপজেলা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

উপজেলাসমূহঃ		
	বেতাগী	বরগুনা
	কলাপাড়া	পটুয়াখালী

উপস্থাপনা শেষে প্রশ্নোত্তর ও দলীয় ফিড-ব্যাক অনুষ্ঠিত হয় তবে এই অধিবেশনে উপস্থাপক ইতিপূর্বেকার ফিড-ব্যাকের ভিত্তিতে নিজেই নিজের প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের সবলতা-দুর্বলতা চিহ্নিত করেন। অতঃপর দলীয় মতামতও প্রদান করা হয়। উপস্থাপক পরবর্তীতে প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের মানোন্নয়ন করেন।

তৃতীয় দিনঃ ৬-১১-৮৯

প্রথম অধিবেশন ঃ সকাল ৮ঃ৩০ টা -১১ টা

অদ্যকার প্রথম অধিবেশনে একটি উপজেলার প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়।
উপজেলাটি হলো বরগুনা জেলার বামনা উপজেলা।

উপস্থাপনা শেষে প্রশ্নোত্তর ও দলীয় ফিড-ব্যাক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ পূর্বের প্রতিবেদন উপস্থাপনা অধিবেশনগুলোর আলোকে উপস্থাপক নিজেই প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের সবলতা-দুর্বলতা চিহ্নিত করেন। দলীয় মতামত এবং ফিড-ব্যাকও সেই সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
অতঃপর উপস্থাপক প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের মানোন্নয়ন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ ১১ঃ৩০ টা- দুপুর ১টা

নিম্নবর্ণিত উপজেলাসমূহ দ্বিতীয় অধিবেশনে উপজেলা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।
উপজেলাসমূহঃ দশমিনা, পটুয়াখালী, বরগুনা সদর, বরগুনা

পূর্বের নিয়েমেই প্রশ্নোত্তর ও ফিড-ব্যাক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থাপক পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপের মানোন্নয়ন করেন।
উপজেলা জরীপ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা অধিবেশনসমূহের ফিড-ব্যাক
দলীয় ফিড--ব্যাক এর মূল বিষয়সমূহ ঃ
প্রতিবেদন কাঠামো
বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা
বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস
তথ্য ও পরিসংখ্যানের ব্যবহার
গ্রাফ,ছক, চিত্র ও চার্টের ব্যবহার
সমস্যা ও সুপারিশ
সূত্রের ব্যবহার
স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ
উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিশদ আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ দুপুর ২ঃ৩০ টা-৪ঃ৩০ টা

অদ্যকার তৃতীয় অধিবেশনে পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরীপ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদন উপস্থাপনা শেষে প্রশ্নোত্তর ও দলীয় ফিড-ব্যাক অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থাপক পরবর্তীতে ফিড-ব্যাক এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের মানোন্নয়ন করেন।
উপজেলা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সারসংক্ষেপের উপর এক সাধারণ উম্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ সংশোধন করে আগামীকাল সকালে জমা দেয়ার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অদ্যকার কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চতুর্থ দিনঃ ৭–১১–৮৯

অধিবেশন ঃ সকাল ৮ঃ৩০ টা–১২ টা

অদ্যকার অধিবেশন ছিল বর্তমান প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষ দিনের সমাপ্তি অধিবেশন। এই অধিবেশনের কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপঃ

- জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উপজেলা জরীপ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সাধারণ আলোচনা
- জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উপজেলা জরীপ প্রতিবেদনের সংশোধনকৃত সারসংক্ষেপ সংগ্রহ ও সাধারণ আলোচনা
- উপজেলা জরীপ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা বিষয়ক পুরস্কার ঘোষণা ও বিতরণ
- পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত 'পোষ্ট হারভেষ্ট টেকনোলজি' ও "ফলো–আপ" কর্মশালার" তারিখ ও স্থান নির্ধারণ
- 'পোষ্ট হারভেষ্ট টেকনোলজী' প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ
- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, প্রয়োজন নির্ণয় এবং সুবিধাসমূহ/সুযোগসমূহ বিশ্লেষণ ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
- প্রশিক্ষণ ভাতা ও উপজেলার জন্য যানবাহন সংক্রান্ত

উপরোল্লিখিত বিষয়াবলী বিশদ আলোচনা শেষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করে বর্তমান কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অংশগ্রহণকারীর তালিকা

১.	কাজী আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
২.	মোঃ মতিউর রহমান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী সদর
৩.	মোঃ রমজান আলী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	গলাচিপা
৪.	মোঃ রেজাউল করিম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মির্জাগঞ্জ
৫.	মোঃ বজলুর রশিদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কলাপাড়া
৬.	মোঃ আব্দুল মজিদ খাঁন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	দশমিনা
৭.	মোঃ শাহজাহান মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা, পটুয়াখালী	পক্ষে বাউফল
৮.	মোঃ শামছুল হক সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	কলাপাড়া
৯.	মোঃ মোজাম্মেল হক সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	গলাচিপা
১০.	মোঃ রুহুল আমিন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী সদর
১১.	মোঃ আব্দুস সালাম ক্ষেত্র সহকারী	পটুয়াখালী সদর
১২.	মোঃ নুরুল ইসলাম সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবি সমিতি	পটুয়াখালী
১৩.	মোঃ আমীর হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা
১৪.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ জরীপ কর্মকর্তা	বরগুনা
১৫.	শংকর চন্দ্র হাওলাদার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
১৬.	মোঃ নুরুল ইসলাম সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
১৭.	মীর সাব্বির আহমেদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী
১৮.	মোঃ শাহ আলম সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
১৯.	মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা সদর
২০.	মোঃ মাহবুব আলম সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	আমতলী
২১.	জগদীস চন্দ্র বসু, ক্ষেত্র সহকারী	আমতলী
২২.	মোঃ মসিউদ্দীন আহম্মেদ	গণ-উন্নয়ন কেন্দ্র (কোডেক)
২৩.	মোঃ হারুন	সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল

মৎসজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার

প্রতিবেদন

গলাচিপা, পটুয়াখালী

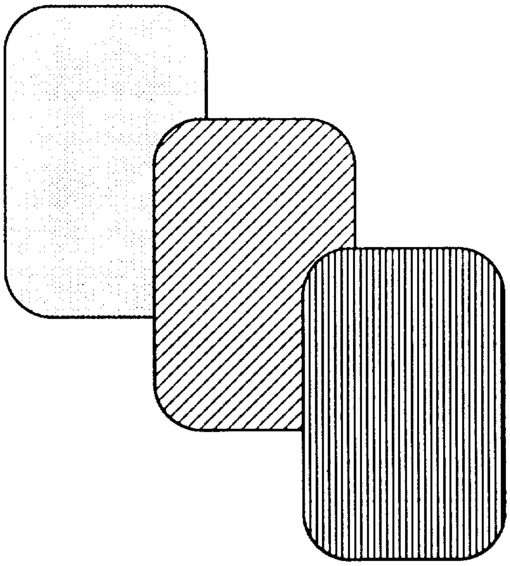

<u>প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী</u>

১। মোঃ রমজান আলী, ইউ. এফ. ও.

২। মোহাম্মাদ হারুণ, কৃষি সমন্বয়কারী, এস. সি. আই

৩। মোঃ মোজাম্মেল হক এ. এফ. ও.

আবাসিক অবস্থা ঃ উপজেলার মোট খানার সংখ্যা ৪৬,৫৩১টি। তন্মধ্যে ২৫৫ টি পাঁকা ঘর, টিনের সেড আছে ৯,৯২৩ টি। কাঁচা ঘরের সংখ্যা-৩০,১০০। গৃহহীন খানার সংখ্যা-৫,৫১৮ টি, ভূমিহীন ৭০৫। অত্র উপজেলার প্রায় ৯% পরিবার গৃহহীন। ভূমিহীনরা খাস জমিতে কোন রকমে মাথা গোজার ঠাঁই করে নিয়েছে।

স্বাস্থ্যগত অবস্থা ঃ একটি মাত্র হাসপাতাল উপজেলা সদরে অবস্থিত। তাছাড়া ৪টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র আছে চারটি ইউনিয়নে। সব মিলিয়ে ডাক্তারের সংখ্যা ৮জন। হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা ৩০টি। ৮,৩৩৪ জন লোকের জন্য মাত্র ১ জন ডাক্তার এবং ৩১২৭৮ জন লোকের জন্য হাসপাতালে ১টি শয্যা আছে। মাছ ধরার মৌসুমে জেলেদের মধ্যে আমাশয়, ডাইরিয়া প্রভৃতি পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া ফ্লু, হাম, যক্ষা, রক্তশুন্যতা ইত্যাদি লেগেই থাকে। এলাকার জন্ম মৃত্যুর হারও অধিক। প্রতি বৎসরে জন্ম হার প্রতি হাজারে ১৬ জন, মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯ জন।

শিক্ষাগত অবস্থা ঃ উপজেলায় মাত্র ১টি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৮টি। তন্মধ্যে ১টি বালিকা বিদ্যালয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২০ টি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০টি। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮টি। মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৪৮টি। উপজেলায় গড় শিক্ষার হার ২৬% তন্মধ্যে পুরুষ ৩৩'১ % এবং মহিলা ১৮'৪%। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ৪০,৫৩০ জন, মহিলার সংখ্যা ২১,৯৯১ জন। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় জেলে পরিবারগুলো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিছু পরিবারের ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিন্তু আর্থিক দুর্বলতার কারণে তাদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয় এবং পিতার মাছ ধরার কাজে সাহায্য করতে হয়।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ উপজেলায় সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৪৩,৫৩০ জন। মোট ৮টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে। জেলে পরিবারগুলো পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সচেতন নয়। প্রায় পরিবারে ১০/১২ জন সদস্য রয়েছে। ইদানিং তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাঠকর্মী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

পানীয়জল ও পয়ঃ প্রণালী ঃ গলাচিপা উপজেলায় সর্বমোট ৬৮৩ টি টিউবওয়েল আছে। তন্মধ্যে ৬৪৩ টি সচল। বাকী ৪০ টি অচল। আয়তন বেশী বিধায় টিউবওয়েলগুলি খুবই অপ্রতুল। তাছাড়াও চরাঞ্চলে এই টিউবওয়েলের সংখ্যা খুবই কম। রাংগাবালীতে ৫৫টি টিউবওয়েল, চরকালজে ৬৩টি, বড়বাইশদিয়া ৫২টি, ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নে ৩৯টি টিউবওয়েল রয়েছে, যাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের চরগংগার একজন জেলে জানান তার বাড়ী থেকে সবচেয়ে নিকটতম টিউবওয়েলটি কাটাখালী হাইস্কুল মাঠে যার দূরত্ব প্রায় ২ কিঃ মিঃ। জেলেরা সাধারণতঃ বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করে বিধায় সর্বত্রই একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া মাছ ধরার মৌসুমে জেলেরা সাধারণতঃ মৎস্য পোতাশ্রয়গুলিতে অবস্থান নেয়। অত্র উপজেলায় এ এলাকাগুলো হচ্ছে চর বিশ্বাস, মৌডুবী, চর মোন্তাজ, সোনার চর, চরহেয়ার, নন্যাতলী ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সমস্ত এলাকায় টিউবওয়েল ও কোন ল্যাট্রিন নেই।

মৎস্য আহরণের মৌসুম ঃ ইলিশের জন্য প্রসিদ্ধ গলাচিপা উপজেলায় সাধারণতঃ জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইলিশ ধরার মৌসুম। তবে কোন কোন বৎসর মার্চ মাস পর্যন্তও নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। বৎসরের সব সময়ই চিংড়ি পাওয়া যায়। তবে জানুয়ারী-মার্চ মাস পর্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী চরে জেলেরা অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং চিংড়ী ধরে থাকে।
অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সাধারণতঃ কোরাল, পাংগাস, কই, মাগুর, প্রভৃতি প্রজাতির মাছ নদী ও খালে পাওয়া যায়।
তাছাড়া বদ্ধ জলাশয়গুলোতে সারা বৎসরই বড়শি, ঝাকিজাল, ইত্যাদির সাহায্যে কার্পজাতীয় মাছ এবং শোল, বোয়াল, চিতল, গজার প্রভৃতি মাছ ধরা হয়।
আবার মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাটা আমাবস্যা-পূর্নিমা ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে অত্র উপজেলায় জেলেরা মাত্র দু'টি পদ্ধতিই বেছে নিয়েছে। মাছ ধরার পর তারা নৌকায় অথবা চালানীর নৌকায়/ট্রলারে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে থাকে। তারপর ট্রলারযোগে বাজারজাতকরণ করা হয়। আবার সামান্য পরিমাণ মাছ স্থানীয় খাদকদের জন্য এলাকার বাজারগুলোতে পাঠানো হয়।

ছোট বড় সব জেলেরাই সাধারণতঃ বরফ দ্বারা মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে থাকে। তবে বরফের অভাবে অনেক সময় মাছ নষ্ট হয়ে যায়। উপজেলায় মাত্র দু'টি বরফকল আছে যা অপর্যাপ্ত। চালানীরা বরিশাল, পটুয়াখালী থেকে ট্রলার/লঞ্চযোগে বরফ নিয়ে আসেন। ইলিশ ধরার মৌসুমে কিছু চালানী লবণ দ্বারা মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে থাকেন এবং এই লবণজাত মাছ যশোর, কুমিল্লা, নোয়াপাড়া প্রভৃতি এলাকায় বাজারজাতকরণ করে থাকেন।

সমুদ্রতীরে কিছু কিছু জেলেরা তাদের ধৃত মাছ তাদের বাড়ীতে পাঠায়। মহিলারা এই মাছ শুটকি তৈরী করেন। বাঁশের মাচা তৈরী করে তারা এই মাছ শুকান। পরবর্তীতে চালানীদের নিকট এই শুটকী বিক্রয় করেন। চালানীরা চট্টগ্রামে শুটকি বাজারজাতকরণ করেন। বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের কিছু উপজাতীরা শুটকি তৈরী করে নিজেরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেন।

শোষণ প্রক্রিয়া ঃ দরিদ্র জেলেরা নানাভাবে শোষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাদের নিজেদের জাল নৌকা নাই, সুতরাং জাল নৌকা তৈরীর জন্য তারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পান না। বাধ্য হয়েই তারা মহাজনী ঋণ প্রথায় ঋণ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে মাসিক ১৫-২৫% হারে তারা মহাজনকে সুদ দিয়ে থাকেন। একবার মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করলে আর কোনদিন সেই ঋণ পরিশোধ হয় না। যে সমস্ত জেলেদের জাল নৌকা আছে তাদের পুঁজির প্রয়োজন হয় মৎস্য শিকারের জন্য। ফলে তারা চালানীদের নিকট থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। শর্ত থাকে ১৫-২৫% সুদসহ তার ধৃত মাছ চালানীকে দিতে বাধ্য থাকবে। চালানী ৩০/= টাকার মাছ ১০/= টাকায় ক্রয় করে।

বর্তমানের জলকরী/ইজারাদারী প্রথায় জেলেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। ইজারাদার একটি নদী ২৫০০০/= টাকায় ইজারা নিয়ে একলক্ষ টাকা খাজনা আদায় করে। ফলে তাদের ইজারাদারকে প্রচুর খাজনা দিতে হয়। উপরন্তু তারা ইজারাদার কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়। ইজারাদারের ভয়ে নদীতে নামতে অনেক জেলে সাহস পায় না। এলাকার প্রভাবশালী মহল জেলেদের নিকট থেকে বিনামূল্যে মাছ সংগ্রহ করে।

অত্যাধিক হারে সুদ গ্রহণ, জলকরের অত্যাচার, ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত, প্রভাবশালী মহলের উৎপাত, ডাকাতদের অত্যাচার- ইত্যাদি সত্বেও রাতদিন নদীতে থেকে ঝড়-ঝঞ্জা উপেক্ষা করে মাছ আহরণ করেও তারা পুত্র কন্যাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে ব্যর্থহয়।

ঋণ ব্যবস্থা ঃ ভাগ্যাহত জেলেরা কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পায় না। ঋণের প্রয়োজন তাদের অপরিসীম। বাধ্য হয়েই তারা মহাজনের নিকট থেকে চড়া সুদে (১৫-২৫%) ঋণ গ্রহণ করেন। কিছু কিছু জেলে আবার চালানীদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। চালানীরা আড়াৎদারদের নিকট থেকে ঋণ পেয়ে থাকে। এই ভাবে চলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ ব্যবস্থা।
অত্র উপজেলায় মোট ৬৫ জন মৎস্য চাষীকে ব্যাংক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার বর্তমান অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১৩,৯০,০০০/= টাকা।

যে সমস্ত জেলেরা মহাজনের নিকট থেকে দাদন গ্রহণ করে থাকেন সেই সমস্ত জেলেরা সারা বছরই ঐ মহাজনকে মাছ দিতে বাধ্য থাকেন। মহাজন ট্রলার নিয়ে সব সময় জেলেদের সাথে সাথেই থাকে। মাছ শিকার করার সাথে সাথে তারা মাছ নিয়ে আসে। মাছের মূল্য দেয় বাজারের মূল্যের অর্ধেক।

আয় ও কর্মসংস্থান ঃ জেলেদের আয় নির্ভর করে তাদের মাছ ধরার সরঞ্জামাদির উপর। একটি ইউনিটে সাধারণতঃ ইলিশ জালের নৌকায় ৮/১০ জন জেলে থাকে। এর মধ্যে একজন থাকে মালিক। মালিক কোন সময় অন্যান্যদেরকে দিন মজুর হিসাবে চুক্তি করে নেয় আবার কোন কোন মালিক অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করে। জুলাই-নভেম্বর মাস পর্যন্ত একটি বড় সাইজের নৌকায় প্রতিদিন গড়ে প্রতিজেলে ২০-৩০/= টাকা পেয়ে থাকে। বৎসরের অন্য সময় তারা কেউ কেউ বেন্দিজাল দিয়ে মাছ ধরে আবার কেউ কেউ কৃষিকাজ করে অন্যের জমিতে। বেন্দিজাল দিয়ে মাছ ধরলে শীতের সময় ১৫-২০/= টাকা পেয়ে থাকে। ঝাকি জাল দিয়ে যে সমস্ত জেলেরা মাছ ধরে তারা ১০-২০/= টাকা করে দৈনিক আয় করে। বড়শি দিয়ে যে সমস্ত জেলেরা মাছ ধরে থাকে তারা কোন দিন হয়তো মাছ পায় আবার কোন দিন তারা মাছ পায় না। সুতরাং তাদের আয় কোন দিন ১০-১৫/= টাকা আবার কোন দিন কিছুই আয় হয় না।
ইলিশজালের জেলেদের সাধারণতঃ ছয় মাস কর্মসংস্থান হয়। বৎসরের অন্য সময়ে তারা কেউ কেউ ঝাকী জাল দিয়ে মাছ ধরে তবে অধিকাংশই বেকার থাকে। বেন্দিজালের জেলেদের পরিবারের সদস্যরা কেউ কেউ মাছ বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত থাকে তবে তাদেরকেও অর্ধবেকার বলা যায়।
জেলে পরিবারের মহিলারা সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে ব্যস্ত থাকেন। খুব কমসংখ্যক মহিলাই সংসারে আয়ের উৎস জোগান। বড়বাইশদিয়া ও রাংগাবালী ইউনিয়নের কিছু কিছু মহিলা মাছ শুকান (ফেব্রুয়ারী মার্চ মাস)। চরমোন্তাজ এলাকার জেলে পরিবারের মহিলারা কেউ কেউ জাল বুনার কাজ করে থাকেন। মৌডুবী এলাকার মহিলারা নার্সারীর কাজ করছেন। তবে সাময়িকভাবে তারা গৃহস্থালীর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

সংগঠনঃ অত্র উপজেলায় সর্বমোট ১৫ টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত জেলেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল তারাই এই সমস্ত সমিতির সদস্য। বর্তমানে তারা মৎস্য শিকার করেন না।

মূলতঃ তারা মৎস্য ব্যবসায়ী। সাধারণ জেলেদের কোন সংগঠন নেই। নতুন জলমহাল নীতিমালায় গৃহীত বুড়াগৌরংগ নদীর জেলেরা কিছুটা সংগঠিত।

ধর্মীয় অবস্থান, কুসংস্কার ও মূল্যবোধ ঃ ২,২১,৮৭৯ জন মুসলিম জনসংখ্যার জন্য অত্র উপজেলায় মোট ৭৩৪ টি মসজিদ রয়েছে। ২১,০০০ জন হিন্দু জনগোষ্ঠির জন্য ৩৪টি মন্দির আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে ৭৬ জন। তবে তাদের জন্য কোন প্যাগোডা নেই। এলাকার লোকজন ধর্মানুরাগী। জেলে সম্প্রদায়ের ভিতর কুসংস্কার খুব বেশী।

ব্যবসা–বানিজ্য ঃ গলাচিপা মূলতঃ একটি নদী বন্দর। নদীপথে গলাচিপা থেকে পটুয়াখালী, বরিশাল, চাঁদপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সহিত যোগাযোগ আছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এলাকাটি ব্যবসা প্রসিদ্ধ। তবে মৎস্য বিষয়ক ব্যবসা এলাকায় জনপ্রিয়। উপজেলায় একটি বরফ কল আছে যা মূলতঃ মৎস্য ব্যবসায়ীদের বরফ সরবরাহ করে থাকে। উৎপাদন ক্ষমতা ২৫৬ কেইন। বরিশাল পটুয়াখালীর অধিকাংশ মৎস্য আড়ত গড়ে উঠেছে অত্র উপজেলার ধৃত মাছের জন্য। এলাকার বহু চালানী, শিকারী আছে যারা নদী থেকে মাছ ক্রয় করে এবং আড়তে পৌছায়।

জেলেদের বিপদকালীন আশ্রয় ঃ অত্র উপজেলায় দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য ৪৩টি আশ্রয় কেন্দ্র আছে। তাছাড়াও ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যা দূর্যোগ মুহূর্তে আশ্রয়-কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে এলাকায় জেলেরা অসহায়। তাদের নদীতে বা সমূদ্রে মাছ ধরার সময় জীবন রক্ষাকারী কোন সরঞ্জামাদি নাই। জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ের সময় জেলেরা অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জেলে পরিবারের ইতিহাস ঃ অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় অত্র উপজেলায় অধিকাংশ জেলেই বিভিন্ন জেলা থেকে আগত। বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, ফরিদপুর, প্রভৃতি জেলা থেকে প্রয়োজনের তাগিদে জেগে উঠা নূতন নুতন চরে তারা বসতি স্থাপন করে এবং মাছ ধরার কাজ শুরু করে। তাছাড়া অত্র উপজেলার আদি বাসিন্দাদের অনেকেই বর্তমানে মৎস্য শিকারের কাজে নিয়োজিত। তারা অতীতে জেলে ছিল না। তারা মূলতঃ কৃষিকাজ করত। নদী ভাংগনের ফলে তাদের কৃষিজমি বিলীন হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই জেলে সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

জেলেদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ ঃ

১. উন্নয়নের পূর্বশর্ত যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ। উপজেলার সহিত ইউনিয়ন ও জেলে গ্রামসমূহের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কতিপয় স্থানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
২. গৃহহীন পরিবারগুলোকে গৃহের সংস্থান করা
৩. কিশোর ও শিশুশ্রম বন্ধ করা
৪. জেলে পল্লীগুলোতে পর্য্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা
৫. স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা
৬. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা
৭. বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা বিলোপে উদ্বুদ্ধ করা
৮. প্রতি জেলে পল্লীতে ও অবতরণ কেন্দ্রে পানীয়জলের ব্যবস্থা করা এবং পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা
৯. জাল নৌকা ক্রয়ে জেলেদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া
১০. জলমহালগুলিতে জেলেদের অধিকার নিশ্চিত করা ও মৎস্যচারণ সুযোগ দেয়া
১১. উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার, চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া
১২. পর্য্যাপ্ত বরফ কল থাকা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিত করা
১৩. পোনা উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা করা
১৪. ফিস প্রসেসিং প্লান্ট তৈরীপূর্বক জেলেদের ধৃত মাছ সরকারীভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা
১৫. মধ্যস্বত্বভোগীদের জলমহাল তথা প্রক্রিয়াজতেকরণ, বিপণন, প্রভৃতির সীমাবদ্ধতা আরোপ করা
১৬. বিপদকালীন সময়ে জীবনরক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা এবং উপকরণ সরবরাহ করা।

সূত্র ঃ উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, পরিসংখ্যান অফিস, জনস্বাস্থ্য অফিস।

একনজরে গলাচিপা উপজেলার তথ্য

ইউনিয়নের সংখ্যাঃ	১২টি
গ্রামের সংখ্যাঃ	২৩২টি
মৌজার সংখ্যাঃ	১৪২টি
উপজেলার মোট আয়তনঃ	৭৬২ কিঃ মিঃ (৪৭৩ বর্গ মাইল)
মোট নদী-খালের আয়তন	৯৮,০৭৮ একর
মোট জনসংখ্যা ঃ	২,৫০,২১৮ জন
পুরুষঃ	১,৩০,৬৯৯ জন
মহিলাঃ	১,১৯,৫১৯ জন
মুসলিমঃ	২,২১,৮৭৯ জন
হিন্দুঃ	২১,০০০ জন
বৌদ্ধঃ	৭৬ জন
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ	২.৭০%
মুসলিম ঃ	৯১.৫%
হিন্দুঃ	৮.০৫%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ	
কলেজঃ	১ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ	২৮টি
মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ঃ	১টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ	১২০টি
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ	৫০টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ	৮টি
মোট মাদ্রাসাঃ	১৪৮টি
শিক্ষার হার ঃ	
পুরুষঃ	৩৩.১%
মহিলাঃ	১৮.৪%
মোটঃ	২৬%
স্বাস্থ্য ঃ	
হাসপাতালঃ	১টি
বেড সংখ্যাঃ	৩১টি
ডাক্তারঃ	৮ জন
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ	৮টি
নার্সঃ	৫ জন
মৃত্যুর হার প্রতি হাজারেঃ	৯ জন (প্রতি বছরে)
জন্ম হারঃ	১৬ জন (প্রতি বছরে)
নলকূপের সংখ্যাঃ	৮৭২
পাকা ল্যাট্রিনের সংখ্যাঃ	৩৯০

যোগাযোগঃ

পাকা রাস্তাঃ	৮ কিঃ মিঃ
সেমি পাঁকা রাস্তাঃ	১০ কিঃ মিঃ
কাঁচা রাস্তাঃ	৩৮৬ কিঃ মিঃ
নদী পথের পরিমাণঃ	২৫০ কিঃ মিঃ
মৎস্য সমবায় সমিতিঃ	১৫টি
মোট খানার সংখ্যাঃ	৪২,৯০১
ভূমিহীন খানাঃ	৭০৫

জলমহাল ঃ

মোট পুকুরের সংখ্যাঃ	২৩,৪২০
সরকারী পুকুররঃ	১১০
চাষকৃত পুকুরের সংখ্যাঃ	১২,৮৫৮
চাষযোগ্য পুকুরের সংখ্যাঃ	৬,১৮৩
পতিত পুকুরের সংখ্যাঃ	৪,৩৭৯
খালের সংখ্যাঃ	৫৯ টি
নদীর সংখ্যাঃ	৬টি
চিংড়ী খামারের সংখ্যাঃ	৩টি

বাসস্থান ঃ

পাকাঃ	২৫৫টি
টিনশেডঃ	৯,৯২৩টি
কাঁচাঃ	৩০,১৩০টি
গৃহহীনঃ	৫,৫১৮
ভূমিহীনঃ	৭০৫

হাটবাজার ঃ

মোট হাটবাজারের সংখ্যাঃ	৬২টি
বড় বাজারের সংখ্যাঃ	১৬টি

ব্যাংক ঃ

সোনালী ব্যাংকঃ	৩টি
কৃষি ব্যাংকঃ	৫টি
জনতা ব্যাংকঃ	১টি
অগ্রণী ব্যাংকঃ	১টি
রূপালী ব্যাংকঃ	১টি
উত্তরা ব্যাংকঃ	১টি
গ্রামীণ ব্যাংকঃ	৪টি

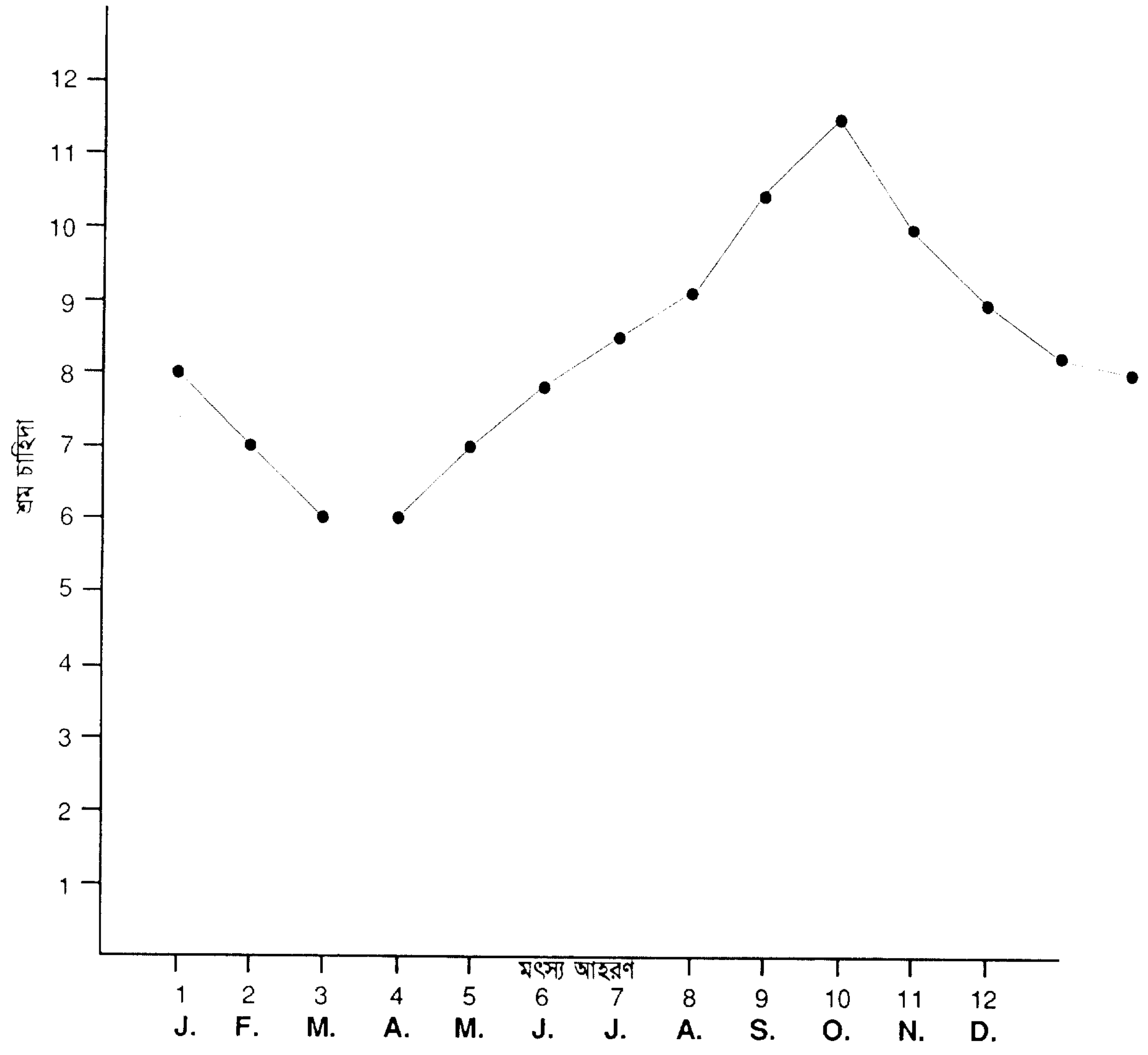

চিত্র ঃ মৎস্য আহরণের সহিত শ্রম চাহিদার সর্ম্পক

মাছ আহরণ তথ্য	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
ক. স্থানীয় (গলাচিপা)												
১. চালি, চাকা চিংড়ী			ভালো প্রাপ্যতা									
২. বাগদা চিংড়ী								ভালো প্রাপ্যতা				
৩. গলদা চিংড়ী											ভালো প্রাপ্যতা	
৪. ইলিশ মাছ					মোটামুটি প্রাপ্যতা			বেশী ধরা পড়ো				
খ) BOBP তথ্য (আর্থ-সামাজিক জরিপ)												
১. আভ্যন্তরিন জলাশয়							বেশী প্রাপ্য			কম প্রাপ্যতা		
২. নদী-নালা		মোটামুটি প্রাপ্যতা							বেশী প্রাপ্যতা			খুবকম প্রাপ্যতা
৩. সমুদ্র এবং আধা লবণাক্ত অঞ্চল		চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ					প্রধানতঃ ইলিশের প্রাপ্যতা				চিংড়ী/মাছ	

মাছ ও চিংড়ীর মূল্যমান

o চিংড়ী

o ইলিশ মাছ

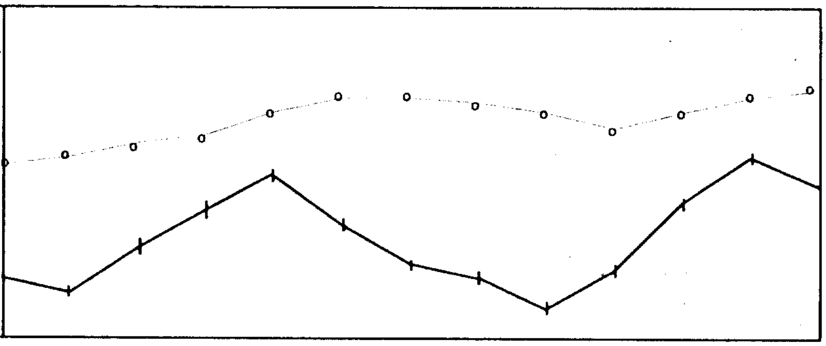

শ্রম চাহিদা

গলাচিপা উপজেলার আহরণ, মুল্যমান এবং শ্রম চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্কের মাসিক পঞ্জিকা

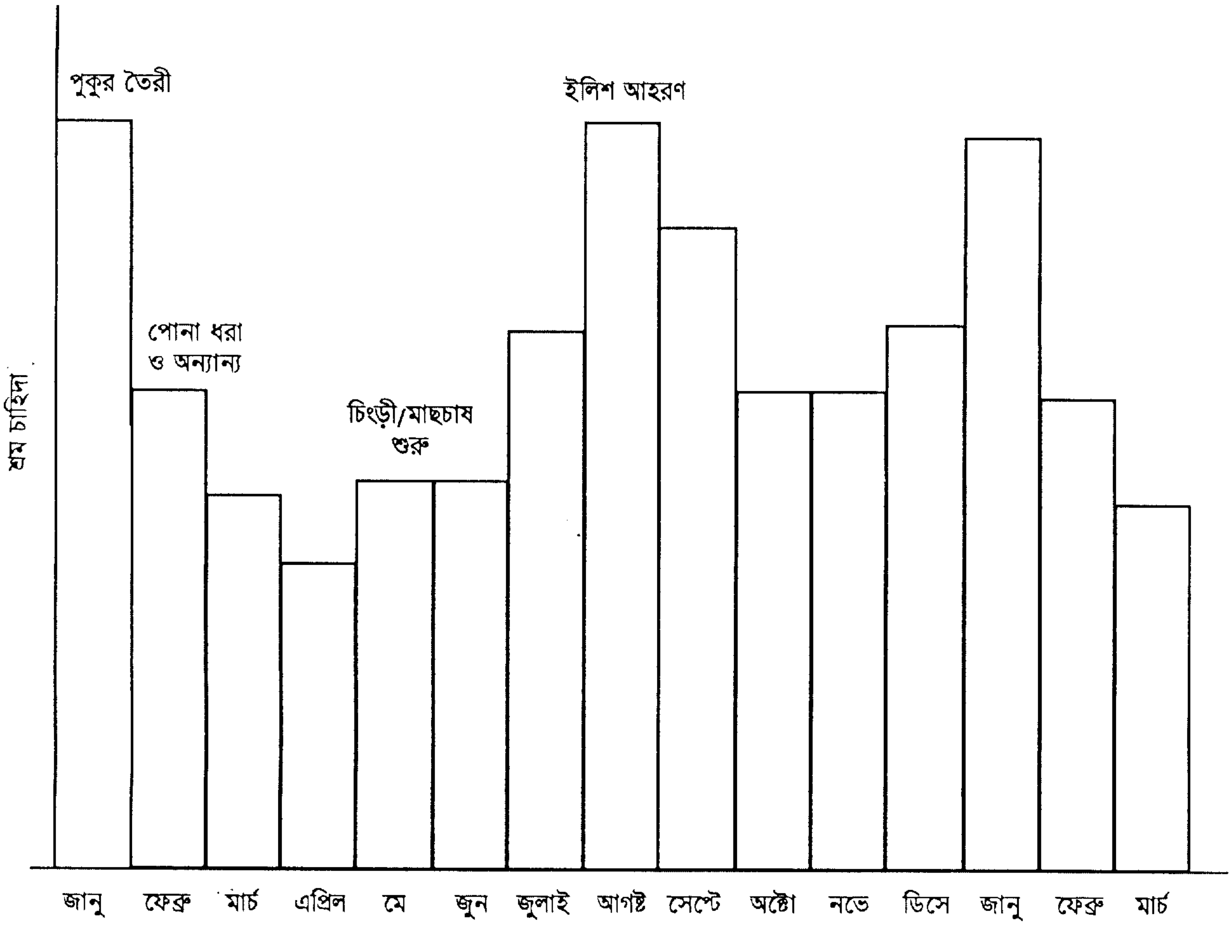

গলাচিপা উপজেলায় মাছ আহরণের/চাষের সহিত শ্রম চাহিদার পঞ্জি।

গলাচিপা, পটুয়াখালী

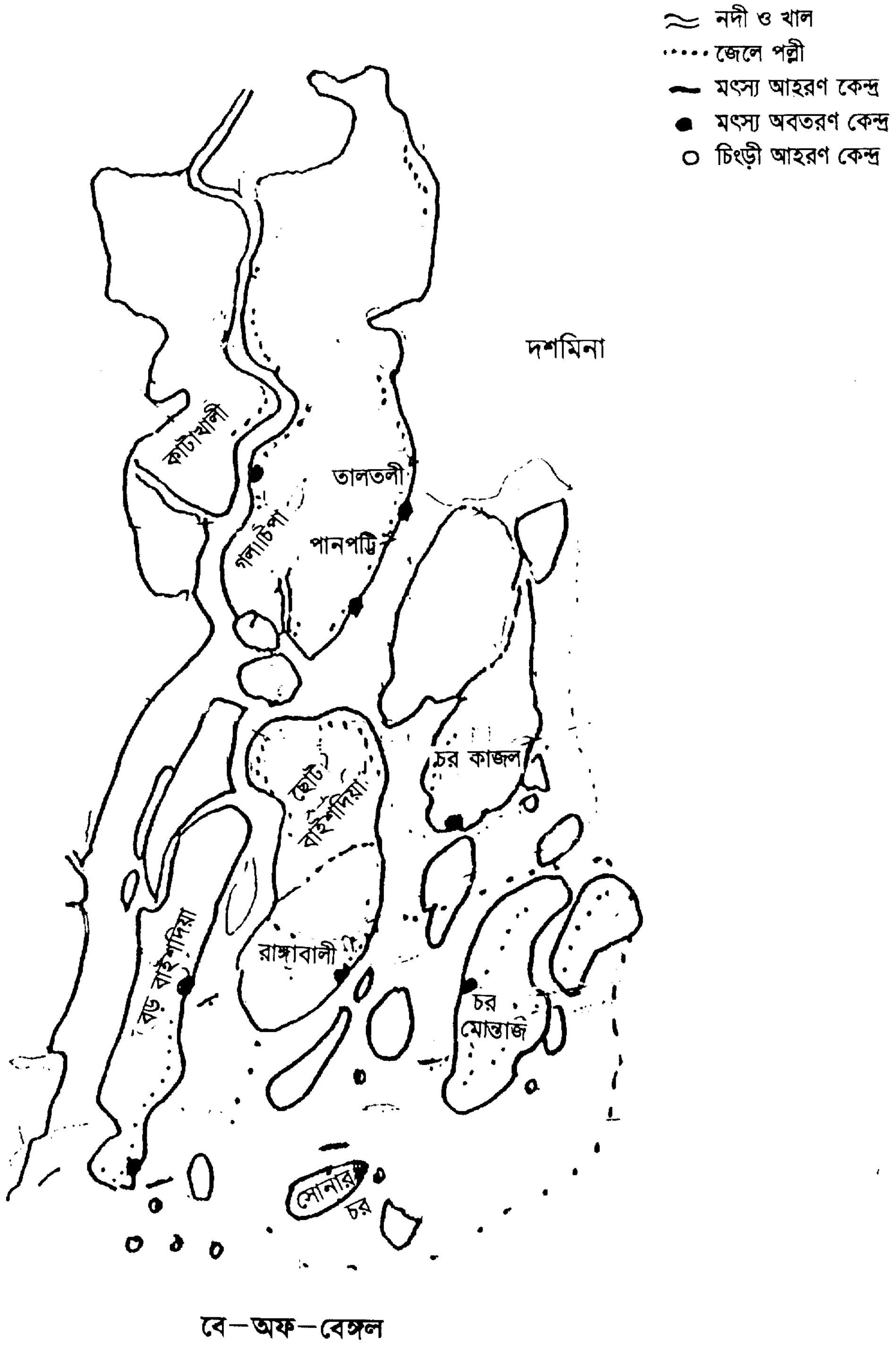
নদী ও খাল
জেলে পল্লী
মৎস্য আহরণ কেন্দ্র
মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র
চিংড়ী আহরণ কেন্দ্র
দশমিনা
কাটাখালী
তালতলী
গলাচিপা
পানপট্টি
চর কাজল
ছোট বাইশদিয়া
রাঙ্গাবালী
বড় বাইশদিয়া
চর মোন্তাজ
সোনার চর
বে—অফ—বেঙ্গল